Sanatan Dharma

জগন্নাথদেবের রথে টান দিলে কি হয়?

জগন্নাথদেবের রথে টান দিলে কি হয়?
দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণই পুরীতে জগন্নাথ রূপে বিরাজ করছেন।
ধর্মীয় বিশ্বাস, শ্রীজগন্নাথের রথের রশি স্পর্শ করলেই মানুষ পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পায়। অর্থাৎ জীবনের জাগতিক কষ্ট, পুনর্জন্ম আর সহ্য করতে হয় না।
ইন্দ্রনীলময় পুরাণ বলছে, রথের রশি স্পর্শ করা মানেই জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন হওয়া। শ্রীজগন্নাথ নিজে এই রথে বিরাজ করেন বামন অবতারে। সেই রথ টানার সৌভাগ্য যাঁদের হয়, তাঁদের জীবন হয়ে ওঠে পুণ্যসিক্ত।
সূতসংহিতা বলে□ 'রথে তু বামনং দৃষ্টা, পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'। অর্থাৎ যিনি বামন অবতারের রথ দর্শন করেন, তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।
কপিল সংহিতায় বলা হয়েছে□
'গুণ্ডিচাখ্যং মহাযাত্রা যে পশ্যন্তি মুদনিতাঃ/
সর্বপাপ বিনির্মুক্তা তে যান্তি ভুবন মম।'
অর্থাৎ, গুণ্ডিচা যাত্রার দিনে যিনি রথ দর্শন করেন, তিনি সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণলোকে চলে যান।
রথের রশি ছুঁয়ে যে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, সেকথাও স্কন্দপুরাণ ও বামদেব সংহিতাতে উল্লেখ আছে।
১)ধর্মীয় বিশ্বাস ও পুণ্যলাভ:- পাপমুক্তি ও পুনর্জন্মের কষ্ট লাঘব: ভক্তদের বিশ্বাস, জগন্নাথদেবের রথের রশি একবার ছুঁলে বা রথে টান দিলে সব ধরনের পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং পুনর্জন্মের কষ্ট ভোগ করতে হয় না।
২) ৩৩ কোটি দেব-দেবীকে স্পর্শ: মনে করা হয়, জগন্নাথদেবের রথের প্রতিটি অংশই অত্যন্ত পবিত্র। রথের দড়ি স্পর্শ করলে তেত্রিশ কোটি (৩৩ প্রকার) দেব-দেবীকে স্পর্শ করার সমান পুণ্য লাভ হয়।
৩) অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল: স্কন্দপুরাণ ও বামদেব সংহিতা অনুযায়ী, জগন্নাথদেবের রথের দড়ি ধরে টানলে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল লাভ হয়।
৪) মনোবাসনা পূরণ: রথের দড়ি ধরে ভক্তিভরে টান দিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয় এবং প্রভুর আশীর্বাদ লাভ হয়। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক তাৎপর্য
৫) ভগবানের কাছাকাছি আসা: রথযাত্রা উৎসবে ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মন্দির থেকে বেরিয়ে মাসির বাড়ি (গুণ্ডিচা মন্দিরে) যান। ভক্তরা রথের রশি টেনে দেব-দেবীকে এই যাত্রায় সহায়তা করেন। এটি ভক্তদের কাছে একটি বিরল এবং আশীর্বাদপূর্ণ সুযোগ।
৬) আধ্যাত্মিক শুদ্ধি: রথযাত্রায় অংশগ্রহণ এবং রথে টান দেওয়াকে আধ্যাত্মিক শুদ্ধির একটি মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়। এটি মানুষের মনকে পবিত্র করে এবং নেতিবাচক চিন্তা দূর করে।
৭) সাম্য ও ঐক্য: রথযাত্রায় সনাতন ধর্মের সবাই একসঙ্গে রথে টান দেন। এটি সামাজিক সাম্য, সংহতি এবং ঐক্যের প্রতীক। এই উৎসবে জাতি নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।
৮) শান্তি ও আনন্দ: জগন্নাথদেবের দর্শন এবং রথের দড়িতে স্পর্শ করলে মানুষের

Published on: Jun, 27 2025 17:06

মনে অনন্ত সুখ ও শান্তি আসে বলে বিশ্বাস করা হয়। রথের দড়ি স্পর্শকে জীবনের গতি ও জোয়ারের আনন্দের প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়।

৯) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা: শত শত বছর ধরে চলে আসা এই রথযাত্রা উৎসব প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে।

সংক্ষেপে, জগন্নাথের রথে টান দেওয়া শুধুমাত্র একটি শারীরিক কার্যকলাপ নয়, এটি একটি গভীর ধর্মীয় বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং সামাজিক সংহতির প্রতীক, যা ভক্তদের মনে অপার শান্তি ও পুণ্য এনে দেয়।

জয় জগন্নাথ।।

Published on: Jun, 27 2025 17:06